

অন্তর্বর্তীকালীন শাসনামলে সাংবাদিকদের বিরুদ্ধে সহিংসতা, দমন ও চাপ : বাংলাদেশ মিডিয়া মনিটরের সেইফটি ট্র্যাকার রিপোর্ট

বাংলাদেশ মিডিয়া মনিটর 'সেইফটি ট্র্যাকারের' আন্দারে নিয়মিত সাংবাদিকদের সাথে ঘটা যে-কোনো ইনসিডেন্ট রেকর্ড করে। তারই ধারাবাহিকতায় স্বল্প সক্ষমতায় অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের আমলেও (৮ই আগস্ট, ২০২৪ - ১৬ই ফেব্রুয়ারি, ২০২৬) আমরা কাজটি চলমান রেখেছিলাম। সেই সময়ে সাংবাদিকদের সাথে ঘটে যাওয়া ঘটনার বিস্তারিত এই রিপোর্টে তুলে ধরাছি।

অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের শাসনামলে বাংলাদেশ মিডিয়া মনিটরের পর্যবেক্ষণ বলছে, ১১৯টি ঘটনায় ২৪৩ জনের অধিক সাংবাদিক বিভিন্নভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন। একদিকে অনলাইন নিউজপোর্টালগুলোকে লাগামহীন নিবন্ধন প্রদান করা হয়েছে, অন্যদিকে সাংবাদিকদের উপর নেমে আসা নিষ্পেষণের খড়্গ নিয়ন্ত্রণে আমূল ব্যর্থতার পরিচয় দিয়েছে ড. ইউনূসের সরকার।

এই সরকারের শাসনামলে, আইনশৃঙ্খলা বাহিনী পরিচয়ে সাংবাদিকদের তুলে নিয়ে যাওয়া ও দায়েরকৃত মামলায় অ্যারেস্ট হওয়ার অনধিক ১০টি ঘটনায় ৩২ জন সাংবাদিককে কারাবরণ ও জবাবদিহি করানো হয়। এরমধ্যে উল্লেখ্য, 'বাংলাদেশ টাইমস' এর অফিস সহকারীসহ একুশজন গণমাধ্যমকর্মীকে ৭ ফেব্রুয়ারি, ২০২৬ তারিখে সেনাপ্রধান ওয়াকার-উজ্জামানকে সমালোচনা করে প্রচারিত কনটেন্টের কারণে সেনাবাহিনী তুলে নিয়ে যায়। তাদের বিমানবন্দর এলাকার একটি অস্থায়ী সেনা ক্যাম্পে নেওয়া হয়, যেখানে তাদের সব ব্যক্তিগত ডিভাইসও জব্দ করা হয়। সেনাবাহিনী কর্তৃক নিউজরুম থেকে একসাথে এতজন সাংবাদিক তুলে নিয়ে যাওয়ার ঘটনা এবারই প্রথম বলে পর্যবেক্ষণ করা হয়। এছাড়াও, সাংবাদিক আনিস আলমগীরের আটকের পদ্ধতি ও দায়েরকৃত মামলার ধরন চাঞ্চল্য সৃষ্টি করে এবং অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের নিরপেক্ষতার ব্যাপারে প্রশ্ন তোলে। আরও ৪টি ঘটনা পর্যবেক্ষণ করে দেখা যায়, ৫ জন সাংবাদিকের বিরুদ্ধে সংবাদ করার কারণে মামলা দায়ের করা হয় ও মামলার হুমকি প্রদান করা হয়।

এ সরকারের আমলে হত্যা, আত্মহত্যা ও লাশ উদ্ধার হয় ৭ জন সাংবাদিকের। তারা হলেন, আলী মাহমুদ, রানা প্রতাপ বৈরাগী, ইমদাদুল হক মিলন, আ.স.ম. হায়াত উদ্দীন, বিভুরঞ্জন সরকার, স্বর্ণময়ী বিশ্বাস ও মো. আসাদুজ্জামান তুহিন। এরমধ্যে বিভুরঞ্জন সরকার ও স্বর্ণময়ী বিশ্বাস আলাদা আলাদা কারণে আত্মহত্যা করেছেন। আর জাতীয় প্রেস ক্লাবের শৌচাগার থেকে দৈনিক দিনকালের সাংবাদিক আলী মাহমুদের লাশ উদ্ধার করা হয়। বাকিরা হত্যার শিকার।

পর্যবেক্ষণকৃত ঘটনার মধ্যে সবচেয়ে বেশি সাংবাদিক আক্রান্তের হার দেখা যায় হামলার ঘটনায়। সংবাদ সংগ্রহ, প্রচার ও প্রকাশের কারণে ৩৮টি হামলার ঘটনায় ৭৯ জনের অধিক সাংবাদিক ক্ষতিগ্রস্ত হন। এ সরকারের শাসনামলেই ঢাকাস্থ প্রথম আলো ও ডেইলি স্টারের কার্যালয়ে হামলার ঘটনা ঘটে। ১৮ই ডিসেম্বর, ২০২৫ তারিখে এ হামলার ঘটনায় অন্তত ২৮ থেকে ৩০ জন সাংবাদিক ও কর্মী আটকা পড়েছিলেন। হামলাকারীরা ভবনে ভাঙচুর ও অগ্নিসংযোগ করলে সংবাদকর্মীরা প্রাণ বাঁচাতে ছাদের ওপর আশ্রয় নেন এবং বাংলাদেশ সেনাবাহিনী ও দমকল বাহিনীর সহায়তায় দীর্ঘ চার ঘণ্টা পর উদ্ধার হন। নিউ এইজ পত্রিকার বর্ষীয়ান সাংবাদিক নুরুল কবিরের উপর

শারীরিক নির্যাতনের অভিযোগ পাওয়া যায়। হামলার পর ডেইলি স্টার তাদের ৩৫ বছরের ইতিহাসে এবং প্রথম আলো তাদের ২৭ বছরের ইতিহাসে প্রথমবার (নির্ধারিত ছুটি ছাড়া) প্রকাশনা স্থগিত রাখতে বাধ্য হয়। এছাড়াও সেদিন দ্য বিজনেস স্ট্যান্ডার্ড পত্রিকার প্রকাশনা বন্ধ হয়েছিল।

সবচেয়ে বেশি হামলায় আক্রান্ত সাংবাদিকদের চিহ্নিত করা হয় ২৬ জানুয়ারি, ২০২৬ ও ৬ই ফেব্রুয়ারি, ২০২৬ তারিখে। চাঁদার টাকা দিতে অস্বীকৃতি জানানোয় নরসিংদীর পাঁচদোনা এলাকায় স্থানীয় সন্ত্রাসীদের নৃশংস হামলায় অন্তত দশজন সাংবাদিক আহত হন ২৬ জানুয়ারি। এছাড়াও, ৬ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ তারিখে 'ইনকিলাব মঞ্চ' এর বিরুদ্ধে পুলিশের অভিযানের সংবাদ সংগ্রহের সময় ইন্টারকন্টিনেন্টাল মোড়ে সাংবাদিকদের ওপর পুলিশ আক্রমণাত্মক হয়ে ওঠে। এদিনে অন্তত ১০ জন বিভিন্ন গণমাধ্যমের সাংবাদিকদের উপর আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্যদের দ্বারা হামলার প্রমাণ নথিভুক্ত করে বাংলাদেশ মিডিয়া মনিটর।

সংবাদ সংগ্রহকালীন সাংবাদিকদের উপর আক্রমণের ঘটনাও কম নয়। এই সরকারের আমলে অন্তত ৩২টি ঘটনায় আইনশৃঙ্খলা বাহিনী ছাড়াও বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতাকর্মীদের আক্রোশে অর্ধশতাধিক (একই ঘটনা একাধিক সাংবাদিক আহতের ঘটনা ঘটেছে, সবার নাম আমরা খুঁজে পাইনি তাই অর্ধ শতাধিক বলা হয়েছে) সাংবাদিকের উপর আক্রমণের ঘটনা ঘটে। এতে শারীরিকভাবে আহত হওয়া ছাড়াও আক্রমণাত্মক ভাষা ব্যবহার করে সাংবাদিকদের 'ভার্বাল অ্যাবিউজ' করা হয়। ২০২৫ সালের নভেম্বর মাসের প্রথম দশদিনে সংঘটিত ৩ টি ঘটনায় অন্তত ৯ জন সাংবাদিক আক্রমণের শিকার হন। এছাড়াও ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের দিন, ১২ই ফেব্রুয়ারি, ২০২৬ তারিখে সাংবাদিকদের উপর আক্রমণের মাত্রা ভয়াবহ আকার ধারণ করে। অন্তত ৯ জন সাংবাদিক এ দিন আক্রমণের শিকার হন।

গণমাধ্যমে সংবাদ প্রকাশের কারণে অনলাইন অফলাইন সর্বত্রই সাংবাদিকদের হুমকির শিকার হতে হয়। অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের আমলে ১৫টি ঘটনায় ৩৫ জনের অধিক সাংবাদিককে হুমকির মুখোমুখি হতে হয়। এরমধ্যে মৃত্যুর হুমকি ও আগুনে পুড়িয়ে মারার হুমকির শিকার হতে হয়েছে সাংবাদিকদের।

এই সরকারের আমলেই উপরমহলের চাপ ও কিছু ক্ষেত্রে কারণ দর্শানো ছাড়াই সাংবাদিকদের চাকরিচ্যুত করা হয়েছে। ৩টি ঘটনায় অন্তত ১০ জন সাংবাদিক চাকরিচ্যুত হওয়ার তথ্য নথিভুক্ত করা হয়েছে। উল্লেখযোগ্য ঘটনার মধ্যে, বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের সাবেক আহ্বায়ক ও বর্তমান এনসিপি নেতা এবং সংসদ সদস্য হাসনাত আবদুল্লাহর বিরুদ্ধে সময় টিভির পাঁচজন গণমাধ্যমকর্মীর একযোগে চাকরিচ্যুতির ঘটনায় সম্পৃক্ততার অভিযোগ পাওয়া যায়। বরখাস্ত হওয়া কর্মীরা হলেন ওমর ফারুক, মো. আরিফুল সাজ্জাদ, কামাল শাহরিয়ার, দেবাশিস রায় এবং বুলবুল রাজা। এছাড়াও সংস্কৃতি বিষয়ক উপদেষ্টার সংবাদ সম্মেলনের প্রশ্নোত্তর পর্ব নিয়ে ব্যাপক আলোচনার পর তিন সাংবাদিকের চাকরিচ্যুতির ঘটনাও ঘটেছে অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের শাসনামলেই।

অন্যান্য আরও ৮টি ঘটনায় ১৫ জন সাংবাদিক ক্ষতিগ্রস্ত হন। ৬ ফেব্রুয়ারি, ২০২৬ তারিখে প্রেসিডেন্টস বক্সে ছবি তোলার কারণে ডেইলি সানের ফটোসাংবাদিক তানভিন তামিমের অ্যাক্রেডিটেশন বাতিল করার হুমকি বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড

(বিসিবি) ইমেইলের মাধ্যমে প্রদান করে। এই ঘটনায় ক্রীড়া-সাংবাদিকরা অদম্য কাপের ফাইনাল ম্যাচ বয়কটের সিদ্ধান্ত নেন। এ ছাড়াও সংবাদমাধ্যমের উপর নানা ধরনের চাপ লক্ষ্য করা যায়। ১৭ই জানুয়ারি, ২০২৬ তারিখে ফ্যাক্ট চেকিং সংস্থা দ্যা ডিসেন্টের ফেসবুক পেজ মিথ্যা কপিরাইটের কারণে আনপাবলিশড হয়ে যায়। এ ছাড়াও ময়মনসিংহ বিভাগীয় প্রশাসন ১১টি স্থানীয় পত্রিকার সংবাদ প্রকাশের ক্ষমতারহিত করেন। নিবন্ধন বাতিল করা হয়েছিল বাংলা এডিশনের। ইন্টারনেট ব্লক করে রাখা হয়েছিল বিডি টুডে ডট নেট নামের একটি পোর্টালও।

যদিও, শুরুর দিকে দিগন্ত টেলিভিশন পুনঃপ্রচার ও আমার দেশ পত্রিকা পুনরায় প্রকাশের অনুমতি প্রদান করে সংবাদমাধ্যমের অবাধ ও সুষ্ঠু স্বাধীনতার ঘোষণা দেয় সরকার। শাসনামলের বিভিন্ন সময় অনেকগুলো অনলাইন নিউজ পোর্টালকে অনুমোদন দিয়েছে উপদেষ্টা শাসিত তথ্য মন্ত্রণালয়, এরমধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো : দ্যা নিউজ , ভয়েজ অব লিডার্স, দেশকাল নিউজ, বিডিক্রিকটাইম, ঢাকা মেইল, খেলা ডট কম, মিরর নিউজ ও অন্যান্য অনলাইন পত্রিকা। এর মধ্যে ইউএস বাংলা গ্রুপের দুইটা অনলাইনকে একসাথে অনুমোদন দিয়েছে তা হলো : ঢাকা মেইল ও খেলা। এর বাইরে বাকি অনুমোদন পাওয়া অনেক পোর্টালের সংবাদ ও সাংবাদিকতার মান নিয়ে প্রশ্ন রয়েছে। যেখানে অনুমোদনের স্বচ্ছতা নিয়েও প্রশ্ন আছে। এছাড়া, এনসিপি নেতা আরিফুর রহমান তুহিনকে নেক্সট টিভি ও জাতীয় নাগরিক কমিটির সাবেক সদস্য আরিফুর রহমানকে লাইভ টিভি নামেও দুইটা টিভির লাইসেন্স দেওয়া হয়েছে।

রিপোর্ট:

তানভির আলম রিফাত ও তার টিম